শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বেদান্তবিচার

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রভুর বেদান্তবিচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর সঙ্গে বিচার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০২
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৩
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য ॥ ১০৪
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১০৫
ব্রহ্মশব্দে মুখ্যঅর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১০৬
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্‌বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে "নিরাকার" ॥ ১০৭
চিদানন্দ তেঁহো, তাঁর স্থান পরিবার ॥ তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥ ১০৮
বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥ ১১০
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত-জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১১
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতাবিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১১২
হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১১৩
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। ব্যাসভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫
বস্তুত পরিণামবাদ—সেইত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি—'এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১১৬
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮
প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান। ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম ॥ ১২১
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। "তত্ত্বমসি"-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২২
প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন। মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ১২৩
সর্ব্ববেদ সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১২৪
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি ॥ ১২৫
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩১
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥ ১৩২
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৩৩
ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম। সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্‌গম ॥ ১৩৫
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥ ১৩৮
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৩৯

মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বিচার প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মুখ্য বিষয়গুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির অনুরূপই। অতিরিক্ত যাহা আছে, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। 'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥ ১৩৩
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়। সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৩৪
অপাদান-করণাধিকরণ—কারক তিন। ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ ১৩৫
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন। প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ ১৩৬
সেকালে নাহিক জন্মে প্রকৃত মন-নয়ন। অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৩৭
'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ। পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৪০
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'। মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ' ॥ ১৪১
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ ১৪২
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়। 'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥ ১৪৩
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ১৪৭
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বর-সনে করহ অভেদ ॥ ১৪৮
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়। জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয় ॥ ১৫৭

ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যসম্বন্ধেই সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর বিচার হইয়াছিল। উদ্ধৃত পয়ারসমূহে যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে সে সে বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইতেছে।

(ক) কোনও শব্দের বা বাক্যের অর্থ করিবার দুইটী প্রণালী আছে—মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি এবং লক্ষণা বা গৌণী-বৃত্তি। কোনও শব্দ বা বাক্য শুনা মাত্রই যে অর্থের প্রতীতি হয়, অথবা কোনও শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত যে অর্থ, তাহাই মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তির অর্থ। এই অর্থে অন্য কোনও যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। আর, যেস্থলে মুখ্যাবৃত্তির সঙ্গতি থাকে না, সে স্থলেই লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত, অন্যত্র নহে। লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির অর্থে যুক্তি বা অন্য প্রমাণের সাহায্য অপরিহার্য্য। (মুখ্যাবৃত্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১।৭।১০৩-পয়ারের এবং লক্ষণাবৃত্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১।৭।১০৪-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত সূত্রে নিজের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সে সমস্ত সূত্রের এবং সে সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় নিজের মতের সমর্থনার্থ যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিবার সময়ে, মুখ্যাবৃত্তিমূলক অর্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মুখ্যার্থে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা-প্রণালী-সম্বন্ধেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রভু বলেন, শ্রুতি নিজেই নিজের প্রমাণ। শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যতা স্থাপনের জন্য অন্য কোনও যুক্তি বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অন্য যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিতে গেলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতারই হানি হয়। তাই শ্রুতিবাক্যের মুখ্যাবৃত্তির অর্থই গ্রহণীয়; লক্ষণাবৃত্তিতে শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিলে তাহার স্বতঃপ্রমাণতারই হানি হয়। শ্রুতিবাক্যের মুখ্যাবৃত্তির অর্থ আমাদের সাধারণ বুদ্ধির বা সাধারণবুদ্ধিপ্রসূত যুক্তির অনুমোদিত না হইলেও তাহাই যে স্বীকার করিতে হইবে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭"—এই বেদান্তসূত্রই স্পষ্ট কথায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতারও

হানি করিয়াছেন এবং শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত স্বাভাবিক অর্থকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। তাই তাঁহার ভাষ্যে বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে তিনি হন—সবিশেষ, সশক্তিক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ আছে। যে স্থলে স্বীয় অভিপ্রেত মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই, সে স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মের শক্তিই তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ।"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যই বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে, শক্তির ক্রিয়াও আছে এবং এই সমস্ত শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী—আগন্তুক নহে—স্বাভাবিকী বলিয়া—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়, মৃগমদের গন্ধের ন্যায়—তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্যা।

ব্রহ্মের অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মায়াশক্তির বৈভব, অনন্তকোটি জীব তাঁহার তটস্থা-জীবশক্তির বিকাশ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-গুণাদি তাঁহার চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বৈভব।

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।"—এই বেদান্তসূত্র হইতেই জানা যায়, তিনি লীলাময় (সুতরাং সবিশেষ)। তাই তাঁহার লীলা আছে, লীলার পরিকর আছে, লীলার ধাম আছে। এই সমস্তই তাঁহার চিচ্ছক্তির বৈভব।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"-এই বেদান্তসূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি, যেন জাতানি জীবন্তি ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অপাদান-করণ-অধিকরণ-কারকত্ব—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি (অপাদান), ব্রহ্মদ্বারা জগৎ বাঁচিয়া আছে (করণ) এবং অন্তিমে ব্রহ্মেই জগতের অবস্থান (অধিকরণ), এই তত্ত্ব—প্রতিপাদন করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব বা সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ (গুণাদিশূন্য) বলিয়াছেন, সত্য। ব্রহ্মে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিসম্ভূত কোনওরূপ প্রাকৃত গুণাদি (প্রাকৃত বিশেষত্ব) যে নাই, তাহা বলাই হইতেছে ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। কিন্তু চিচ্ছক্তিসম্ভূত বহু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহার আছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই। শ্রুতি হইতেই জানা যায়, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন (সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তৈত্তিরীয়।২।৬॥) এবং মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন (তদ্ ঐক্ষত)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার মন আছে—নচেৎ ইচ্ছা করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার চক্ষু আছে—নচেৎ দৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তখনও তো প্রাকৃত মন এবং প্রাকৃত চক্ষুর সৃষ্টি হয় নাই; মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরেই প্রাকৃত সৃষ্টি। সুতরাং ব্রহ্মের মন ও নেত্র যে অপ্রাকৃত, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। আবার "আপণিপাদো জবনোগ্রহিতা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—ব্রহ্মের কর-চরণ নাই, কিন্তু তিনি চলিতে পারেন, ধরিতেও পারেন। চলিতে যখন পারেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার চরণ আছে এবং ধরিতে যখন পারেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কর আছে। অথচ বলা হইল, তাঁহার কর-চরণ নাই। ইহার সমাধান হইল এই যে—তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণ নাই; অপ্রাকৃত কর-চরণাদি আছে। এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে।

অপ্রাকৃত কর-চরণাদিদ্বারা ব্রহ্মের সাকারত্বও এবং তাঁহার আকারেরও অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তিনি চিদ্‌ঘন, জ্ঞানঘন, আনন্দঘনবিগ্রহ।" "আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ।" কিন্তু সাকার হইয়াও তিনি বিভু। (এসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

এসমস্ত প্রমাণবলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান॥ ১।৭।১০৬॥ ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ২।৬।১৩৮॥"

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না। শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয় না। নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্যই তাঁহার পরম আগ্রহ। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে জীব-

ব্রহ্মের একত্বও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যেই তিনি "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় নিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে শঙ্কর-মত ও তাহার খণ্ডন দ্রষ্টব্য)। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ব্রহ্মের অসংখ্য "স্বাভাবিকী"—সুতরাং "অবিচ্ছেদ্যা"—শক্তি আছে, তাঁহার "পরাশক্তি" (স্বরূপশক্তি) আছে। শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতিবাক্যকে এবং "মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"-ইত্যাদি আরও অনেক শ্রুতিবাক্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের মুখ্যার্থ-সমর্থক এবং সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতিবাক্যকেই উপেক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তি যদি (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায়) আগন্তুক হইত, তাহা হইলেও ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক এবং নির্ব্বিশেষ হওয়ার—সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী,—তাপ যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব যেমন জলের স্বাভাবিকী শক্তি—তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্যা। ব্রহ্ম হইলেন শক্তিযুক্ত আনন্দ। বিশেষণকে বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্যের—দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়া কেবল অগ্নির, তদ্রূপ শক্তিকে বাদ দিয়া কেবল আনন্দের—একটা আলোচনা করা যায় বটে; কিন্তু সেই আলোচনা এবং আলোচনার বিষীভূত স্বরূপগত-বিশেষণহীন বিশেষ্যও হইবে বাস্তব-সত্ত্বাহীন একটা কাল্পনিক ব্যাপারমাত্র। শক্তিহীন ব্রহ্মে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সামর্থ্যও থাকিতে পারেনা। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে বৃংহতি এবং বৃংহয়তি এই দুইটী অংশ আছে। এই দুই অংশের অর্থগ্রহণেই ব্রহ্মের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে। শক্তি না মানিলে "বৃংহয়তি"-অংশই বাদ দেওয়া হয়। তাতে ব্রহ্মের পূর্ণতারই হানি হয়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—কেবলমাত্র উপাসনার সুবিধার জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে স্থলবিশেষে সবিশেষ বলা হইয়াছে। সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য নাই, তাহারা ব্রহ্মের তত্ত্ববাচক নহে; তাহাদের মূল্য কেবল ব্যবহারিক। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্যই তিনি দেখান নাই; এরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য নাইও। ইহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত যুক্তি। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"-এই বেদান্তসূত্রকে উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার অত্যাগ্রহে তিনি সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে কাহারও ব্যক্তিগত যুক্তিই শ্রদ্ধেয় হইতে পারেনা।

(বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-৭ পয়ারের টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

(গ) শাস্ত্রে নারায়ণাদি সাকার ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এসমস্ত সাকার ঈশ্বরের বিগ্রহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, মুখ্যার্থে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সবিশেষ, সাকার। তাঁহার বিগ্রহও চিদ্‌ঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার কর-চরণাদি সমস্তই চিন্ময়। "অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥"—এই বেদান্তসূত্রও বলেন—ব্রহ্মের বিগ্রহ এবং ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন (১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায় আদিলীলার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূত্রের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। অথর্ব্বশিরঃ-শ্রুতিও বলেন—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥"

মায়া হইল ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তি—অজ্ঞানরূপা জড়শক্তি। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত তাহার স্পর্শসম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের মায়িক বিগ্রহও থাকিতে পারে না। (১।৭।১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। এই উপাধি দূর হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন আর জীব-ব্রহ্মে কোনও ভেদই থাকে না।

শঙ্করাচার্য্যের এই মতও তাঁহার নিজস্ব-যুক্তি এবং শ্রুতির লক্ষণার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা শ্রুতির মুখ্যার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। মুখ্যার্থে জীব ব্রহ্মের শক্তি, অংশ—সুতরাং ব্রহ্মের নিত্যদাস। জীব ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১১২-১৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ঙ) **সৃষ্টি সম্বন্ধে** শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥"—মুখ্যার্থে এই বেদান্তসূত্রও তাহাই সমর্থন করে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম। জগৎ মিথ্যা। প্রভু বলেন—জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। প্রভু বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন এবং বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা ১।৭।১৪-১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(চ) শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-কেই মহাবাক্য বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্বমসির মহাবাক্যত্ব খণ্ডন করিয়া প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ১।৭।১২২-২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ছ) শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রুতির মুখ্যার্থে দেখাইয়াছেন—সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের চরমতম বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা "সম্বন্ধতত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১২৪ এবং ১।৭।১৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(জ) শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তাই অভিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমাণ করিয়াছেন—ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয়তত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা "অভিধেয়তত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ঝ) শ্রীপাদ শঙ্কর সাযুজ্য-মুক্তিকেই সাধ্যবস্তু বলিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের স্ফুরণই হইল সাধনের প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণসেবার একমাত্র উপায় হইল প্রেম। তাই প্রেমই হইল প্রয়োজনতত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা প্রয়োজনতত্ত্ব-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১৩৬-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব হইল মায়া-কবলিত ব্রহ্ম; মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহাই সাযুজ্য-মুক্তি। কিন্তু মায়া যদি ব্রহ্মকে কবলিত করার সামর্থ্যই ধারণ করে, তাহা হইলে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, তখনও তো মায়া আবার তাহাকে কবলিত করিতে পারে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত জীবতত্ত্বের মোক্ষের নিত্যত্ব—সুতরাং মোক্ষত্ব—সন্দেহের অতীত বলিয়া মনে হয় না।

মন্তব্য। মুখ্যাবৃত্তিতে শ্রুতির অর্থ করাই যে সঙ্গত, শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্যই তাহা জানিতেন এবং তাহা যে তিনি মনে মনে স্বীকারও করিতেন, তাঁহার ভাষ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াও মনে হয়। তিনি মুখ্যাবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিয়াছেন এবং এই অর্থ যে শ্রুতির অনুমোদিত, তাহাও দেখাইয়াছেন। বেদান্তসূত্রের এবং সূত্রসমর্থক শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থে,—ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রকৃতি-আদি যে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। বেদান্তের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"—সূত্রের ভাষ্যে তিনিও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। জীবতত্ত্ব-বিষয়ক সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মের অংশই জীব এবং জীবের পরিমাণ অণু। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥"—এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মের লীলার কথা এবং আনন্দের প্রেরণায় লীলাস্ফুরণের কথাও স্বীকার করিয়াছেন। নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে তাঁহার—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"-এই বাক্যে—তিনি যে মুক্ত-আত্মার পৃথক্ সত্ত্বা, ব্রহ্মের ভগবত্ত্বা, মুক্তপুরুষেরও ভগবদ্‌ভজনের জন্য লোভ এবং প্রেমের পরম-পুরুষার্থতা স্বীকার করিতেন, তাহাও বুঝা যায়। নৃসিংহতাপনীর উল্লিখিত বাক্য হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মের সবিশেষত্বকে তিনি পারমার্থিক বলিয়াই মনে করিতেন। নতুবা মুক্তপুরুষের পক্ষে ভগবদ্‌ভজনের কথা বলিতেন না।

তথাপি, কেন যে তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব, সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের ব্যবহারিকত্ব, জীবের ব্রহ্মত্ব, জগদ্ব্যাপারের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। আর, তাঁহার এসকল সিদ্ধান্তকে কেনই বা "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়, তাহাও বিবেচ্য। তাঁহার সম্বন্ধে এই উক্তি যে নিতান্ত সাম্প্রদায়িকতা হইতে প্রসূত নয়, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত রাহুল-সংকৃত্যায়ন তিব্বত হইতে বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপি আনিয়াছেন। একখানা গ্রন্থের নাম "যোগাচারভূমি।" অসঙ্গ-নামক বৌদ্ধদার্শনিক ইহার গ্রন্থকার। শ্রীপাদ শঙ্করের কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার আবির্ভাব। যাহা হউক, ১৩৪৩ বাঙ্গালা সনের ৩০শে কার্ত্তিকের ইংরেজী দৈনিক-পত্রিকা অমৃতবাজারে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর রাহুল-সংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্য "যোগাচারভূমি"-নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেনই বা শ্রীপাদ-শঙ্কর বৌদ্ধ-দার্শনিক গ্রন্থের সহায়তা নিলেন, তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

আমাদের মনে হয়, যে সময়ে শ্রীপাদ শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ের দেশের অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে, তাঁহার এইরূপ আচরণের একটা হেতু পাওয়া যাইতে পারে। তখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই বৌদ্ধ শূন্যবাদে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বৈদিকধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে শূন্যবাদীদের মধ্যে। স্পষ্টভাবে শূন্যবাদের অসারতা প্রতিপাদনের প্রয়াস স্বভাবতঃই ব্যর্থ হইত। তাই শঙ্করাচার্য্য বোধ হয় এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। পত্রপুষ্পের অন্তরালে ফলকে যেন লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করিলেন। ঔপনিষদিক তত্ত্বসমূহকে শূন্যবাদের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া শূন্যবাদীদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে বৌদ্ধদর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিতে এবং শ্রুতিবাক্যের লক্ষণার্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা তাঁহার সহায় হইয়াছিল। জগতের অলীকত্ব, জীবের ব্রহ্মত্ব (অর্থাৎ জীব-স্বরূপেরও অলীকত্ব), জীবের ন্যায়ই ভগবদ্-বিগ্রহের মায়িকত্ব (সুতরাং প্রায় অলীকত্ব) শূন্যবাদীদের ধারণায় শূন্যত্বরূপেই প্রতীয়মান হইল। তাই এসমস্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণে তাঁহাদের আপত্তির বিশেষ কারণ রহিল না। শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। অন্য সমস্তকে প্রায় শূন্যত্বের সীমার মধ্যে নিয়া কৌশলে শূন্যবাদীদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শূন্যবাদীরা অনাবৃত ব্রহ্মকেও যেন স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারে মনে করিয়া তাঁহাকেও আবৃত করিলেন নির্ব্বিশেষত্বের আবরণে। সশক্তিকেরও নির্ব্বিশেষের ন্যায় একটা অবস্থা আছে—অব্যক্তশক্তিকত্বে, যেস্থলে কেবল স্বীয় অস্তিত্ব-রক্ষার উপযোগিনী শক্তিমাত্রেরই বিকাশ হয়, তদতিরিক্ত হয়না—সুতরাং তদতিরিক্ত দৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্বও থাকে না। কিন্তু নিঃশক্তিক বস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব প্রায় শূন্যত্বই। যে মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার উপযোগিনী-শক্তি এবং ব্রহ্মত্ব-রক্ষার (অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্ববৃহত্তমতা ও সর্ব্বব্যাপকতা রক্ষার) উপযোগিনী-শক্তিও স্বীকৃত হইতেছে। স্বীয় অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি পর্য্যন্ত যাহার নাই, এমন বস্তুর কল্পনাই করা যায় না; তাহাই "অ-বস্তু" বা "শূন্য।" এই জাতীয় শূন্যত্বের আবরণে ব্রহ্মকে তিনি শূন্যবাদীদের গ্রহণীয়রূপে উপস্থিত করিলেন। বৌদ্ধদর্শনের এবং শ্রুতির সমন্বয় স্থাপনের আবরণেই তিনি বোধ হয় বৌদ্ধদের মধ্যে শ্রুতিকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমস্ত আবরণের অন্তরালে তাঁহার হার্দ্দ শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থমূলক সিদ্ধান্তও তিনি রাখিয়া দিলেন—কৌশলী অস্ত্রোপচারক হাতের আঙ্গুলের অন্তরালে যেমন অস্ত্র লুকাইয়া রাখেন, তদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্কর এই ভাবেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধশূন্যবাদীদের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহার পশ্চাতে ভগবানের ইঙ্গিতও ছিল। তাই বোধহয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ইহার নাহিক দোষ, ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১।৭।১০৫॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে বৈদিকধর্ম্মের যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার ভাষ্যের আবরণ-সম্বন্ধে যত কথাই বলা হউক না কেন, সে সমস্ত কথা বলার অবকাশই হয়তো হইত না—যদি তিনি এই আবরণের কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিতেন। আবরণের অন্তরালে অবস্থিত আসল বস্তুটীর সন্ধানের ইঙ্গিতও তো তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, যাঁহারা অভিজ্ঞতামূলক যুক্তির পক্ষপাতী, তাঁহাদের নিকটে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থের অনুমোদিত যুক্তি ব্যতীত অন্য যুক্তি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না, তাঁহারা অন্যরূপ মনে করেন। কিন্তু তাঁহারাও সাযুজ্যমুক্তি অস্বীকার করেন না। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"-বাক্যে গীতায় যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, স্বীয়স্বরূপের রক্ষার নিমিত্ত যতটুকু শক্তির বিকাশ প্রয়োজন, তদতিরিক্ত শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া যাঁহাতে অনুভবযোগ্য কোনও বিশেষত্ব নাই, এবং তজ্জন্য যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা যায়; সেই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য তাঁহারাও স্বীকার করেন। এই সাযুজ্য শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিধা মুক্তিরই একতম। এই ব্রহ্ম সবিশেষ পরব্রহ্মেরই আবির্ভাববিশেষ। কিন্তু এই সাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যাওয়া নয়, জীবের পৃথক্ সত্ত্বা লুপ্ত হইয়া যাওয়া নয়। এই সাযুজ্য হইতেছে ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি; ইহাতে জীবের পৃথক্ সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ থাকে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—এই বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পৃথক্ সত্ত্বা না থাকিলে মুক্তির পরেও ভগবদ্-ভজনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।